দম্পতি

রূপশ্রীর
নিবেদন

দম্পতি

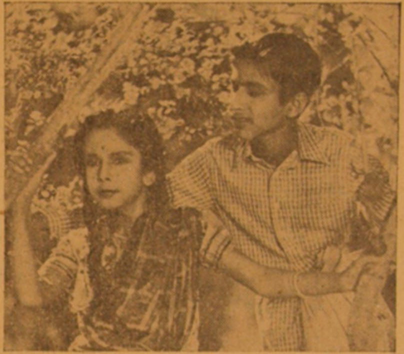

কথাটা উঠেছিল শেখর আর রাণুর বিয়ের প্রস্তাব থেকে। যে-কোনো ছুটি তরুণ তরুণীর প্রেম ও বিবাহ সংসারে নিত্যকার সাধারণ ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই সাধারণ ঘটনার প্রসঙ্গে শেখরের প্রৌঢ় পিতা শঙ্করের এবং মাতা গৌরীর বিগত যৌবনের কাহিনী মনে প'ড়ে গেল।

আসল গল্পের স্বরু এইখান থেকেই।

শঙ্কর আর গৌরী ছিল শিশুকালের সাথী। শিশুকালের প্রীতি একদা যৌবনের প্রেমে পরিণত হল এবং তাদের বিয়েও হল। ছোটবেলা থেকেই শঙ্কর ছিল কল্পনাবিলাসী। বিয়ের পূর্ব্বে মনে মনে সে, গান আর কাব্য আর ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা দিয়ে, তাদের ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের একটি স্বপ্নলোক রচনা করেছিল। সেই স্বপ্নলোকের পানে তাকিয়ে গৌরীর চোখ দু'টিও যে সেদিন বিহ্বল হয়ে উঠেছিল, এ কথাও সত্যি।

কিন্তু বিয়ের পর, নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা গেল, স্বামী স্ত্রীর মিলন হয়েছে, কিন্তু মিল হয়নি। গৌরী থাকে শুধুই ঘরকন্না নিয়ে। শঙ্কর বলে,—"তোমার এই হাঁড়ি-কলসী, আলু-পটলের জীবনটাই কি সত্যি বলে মেনে নিতে হবে? এর মধ্যে আনন্দের স্বপ্ন কি কোথাও কিছু থাক্‌বেনা?"

শান্ত হেসে গৌরী জবাব দেয়,—"ভালবাসার আনন্দ আছে বলেই ঘরকন্নায় আমাদের এত আনন্দ। ও তোমরা বুঝতে পারবেনা।"

বুঝ্‌তে শঙ্কর সত্যিই পারেনা। সে গৌরীকে চেয়েছিল, তার যৌবনের সঙ্গিনীরূপে, আদর্শ গৃহিণীরূপে নয়। এইখানেই তার অতৃপ্তি, এইখানেই তার অসন্তোষ। জীবন শঙ্করের কাছে একটা উৎসব-রাত্রি, আর গৌরীর কাছে নীড়, দম্পতির শান্ত আশ্রয়।

—চরিত্র-চিত্রণে—

সুনন্দা দেবী, (নিউ থিয়েটার্স) সাবিত্রী, চিত্রা, বুদ্ধদেব, গীতা, টুবলু, রবীন মজুমদার, শ্যাম লাহা, জহরগাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, ধ্রুব চক্রবর্ত্তী, রবি রায়, বেচু সিংহ, রমা ব্যানার্জ্জি, রাজলক্ষ্মী, বেলা, নমিতা, সুধীর সরকার, নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, অজিত, বাদল চট্টোঃ, জীবেন বসু, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ), তুলসী চক্রবর্ত্তী, কুমার মিত্র, মোহন রায়, অমিয় বোস, চৈতন্য বাগ্‌চী।

ইন্দ্র মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত।

চিত্র-পরিবেশক:
এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ,
কলিকাতা

মতান্তর থেকে হয় মনান্তর। শঙ্কর ভাবে, গৌরী প্রাণহীন পুতুল, আর গৌরী ভাবে, স্বামী তাকেও ভুল বুঝ্‌ছে, তার ভালবাসাকেও ভুল বুঝ্‌ছে।

স্ত্রীর ওপর রাগ করে শঙ্কর একদিন বন্ধুদের নিয়ে ট্রেনে চেপে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ল। উঠ্‌ল লক্ষ্ণৌএর এক হোটেলে। সেদিন রাত্রে সেখানে যে মেয়েটির সঙ্গে ঘটনাচক্রে তার আলাপ হ'ল, তাকেই সে বোধকরি মনে মনে এতদিন খুঁজছিল। সে রমলা। রমলা পুরোপুরি আধুনিক মেয়ে। বরং বলা যায় আধুনিক যুগের আগে আগেই সে চলেছে। পিতার পছন্দ-করা পাত্রকে সে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। সে পাত্রটী নিরঞ্জন চৌধুরী—খদ্দরধারী একজন আদর্শবাদী নেতা। কেননা মনের মিল হবার আগেই মিলন-মন্ত্র পড়তে সে রাজী নয়। তাছাড়া বিয়েটা তার কাছে শুধু সংস্কারের বন্ধন, তার চেয়ে বড় তার কাছে প্রেম। তাই ঘর ছেড়ে সে বেরিয়েছে বন্ধন-মুক্তির স্বাদ নিতে। শঙ্করের কল্পনায় যে স্বপ্নসঙ্গিনী ছিল, রমলার মধ্যে তাকেই সে খুঁজে পেল। রমলার গান, তার কথা, তার সহজ স্বচ্ছন্দ ভালবাসা শঙ্করের রিক্ত পৃথিবীতে আন্‌ল বসন্তের সমারোহ। গৌরীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল শুধু খাওয়ার, এখন থেকে সেই ক্ষীণ সম্পর্কটুকু আরও কমে গেল। শঙ্করের দিন-রাত্রির অধিকাংশ সময় কাটে রমলার কাছে। আর গৌরীর সময় কাটে নিঃসঙ্গ ঘরে।

পাড়ায় শঙ্করের নামে কুৎসা রট্‌তে দেরী হয়না। সে-কুৎসা শঙ্করের

—নেপথ্যে—

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা:
নীরেন লাহিড়ী
গল্পাংশ ও সংলাপ—প্রবোধ সান্যাল
গান—প্রণব রায়
সঙ্গীত পরিচালনা—কমল দাশগুপ্ত
আলোকচিত্র-শিল্প—অজয় কর
শব্দানুলেখন—গৌর দাস
রসায়নাগার-শিল্প—ধীরেন দাশগুপ্ত
সম্পাদন—সন্তোষ গাঙ্গুলী
শিল্প-নির্দ্দেশ—তারক বসু
ব্যবস্থাপনা—সুধীর সরকার
স্থির-চিত্র—সত্যেন সান্যাল
সেট-তত্ত্বাবধান—দাউদ খাঁ

সহকারীগণ:
পরিচালনায়—প্রণব রায়, অনাদি ব্যানার্জ্জি, গৌর ঘোষ
চিত্র-শিল্পে—দশরথ
শব্দানুলেখনে—সত্যেন ঘোষ
সম্পাদনে—কমল গাঙ্গুলী
রসায়নাগারে—মথুরা ভট্টাচার্য্য, সুরেশ রায়, মজু, দিনবন্ধু চ্যাটার্জ্জি, শম্ভু সাহা
ব্যবস্থাপনায়—সুখেন চক্রবর্ত্তী, ফণী মুখার্জ্জি, সুনীল সরকার

"তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙ্গাও"
কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ
(বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

কানে পৌঁছয় না, পৌঁছয় গৌরীর মর্ম্মে। অপবাদের হাত থেকে স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে সে মিথ্যার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত হয়না।

* *

অসুস্থ রমলার শুশ্রূষা করে' দিনকয়েক পরে শঙ্কর যেদিন বাড়ী যাবার জন্যে বিদায় চাইলে, রমলা একটু হেসে বল্‌ল,—"ফেরার পথে একখানা ভালো শাড়ী কিনে নিয়ে যেও তোমার স্ত্রী তাতেই খুসী হবে।"

শঙ্কর সত্যিই একখানা শাড়ী নিয়ে বাড়ী ফিরল। কিন্তু এতখানি অপমান গৌরী সেদিন আর সহ্য কর্‌তে পার্‌লেনা। দুই চোখে আগুন নিয়ে সে বলে উঠ্‌ল—"যেখানে আমার রাণীর আসন, সেখানে এসেছ তুমি ভিক্ষা দিতে, লজ্জা করেনা তোমার?" শাড়ীখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গৌরী শঙ্করের মুখের সাম্‌নে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। গৌরীর ভেতরেও যে আগুন ছিল, শঙ্কর আজ তা প্রথম জান্‌তে পার্‌লে। গৌরীকে আজ সে যেন নতুন করে' নতুনরূপে দেখ্‌ল। সে-রাত্রি শঙ্কর উদ্‌ভ্রান্তের মত পথে পথে কাটিয়ে দিল। সকালবেলায় যখন পরিচিত একটি লোক তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে এল, শঙ্করের তখন প্রবল জ্বর। এল ডাক্তার, বল্লে, "আজ রাত্রি না কাট্‌লে কিছু বলা যায়না।"

সেই রাত্রি—

নীচের ঘরে উৎকণ্ঠিতা গৌরী প্রহর গুন্‌ছে। রাত্রি শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই।

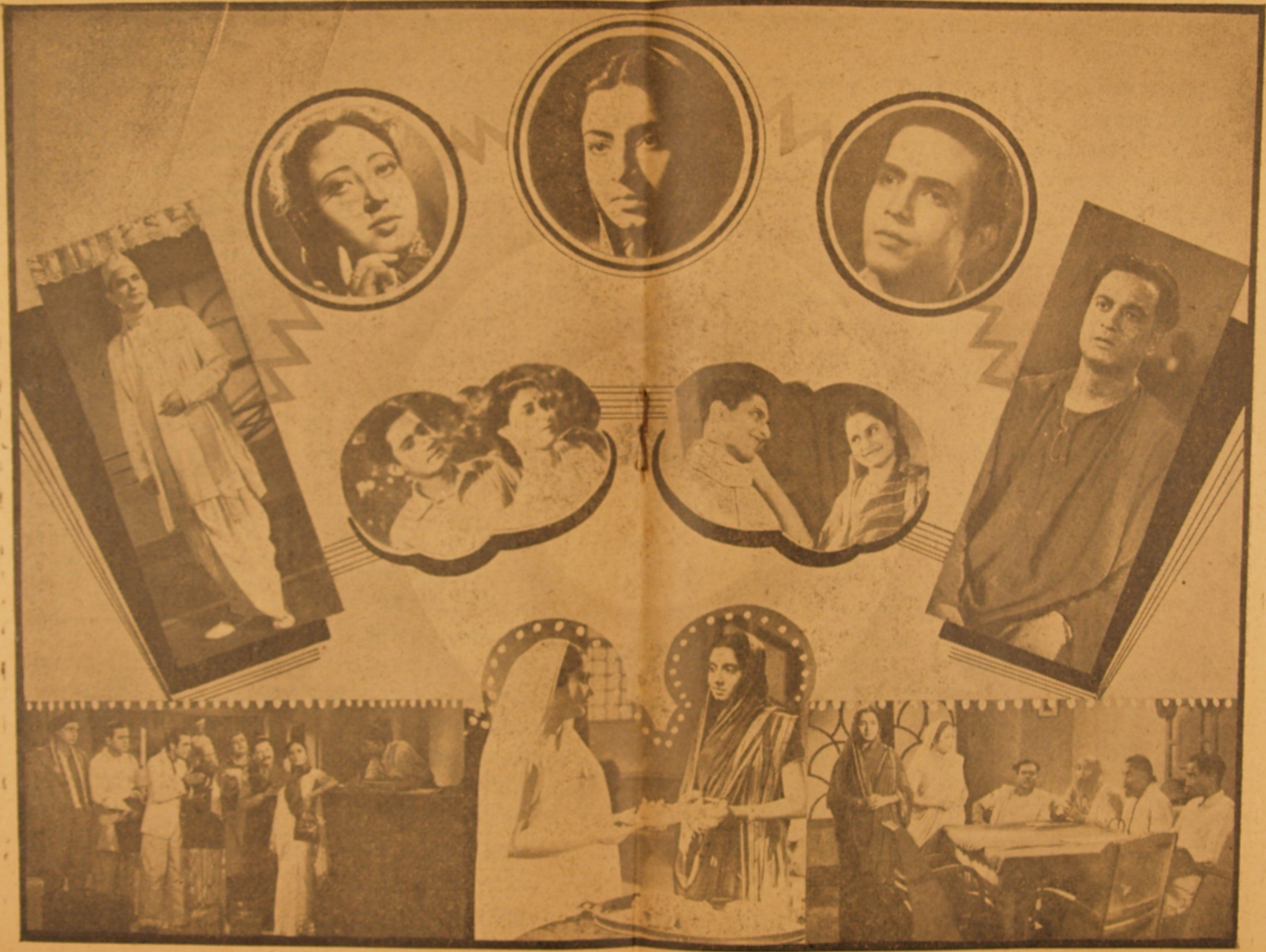

এমন সময় এল রমলা। দুটি নারীর এই প্রথম সাক্ষাত।

রমলা আসে বিজয়িনীর ভঙ্গীতে। গৌরীকে বলে, "সরুন, পথ ছাড়ুন—"

"কেন?"

"শঙ্করকে আমি দেখ্‌ব। ত'ার রোগশয্যার পাশে আজ আমাকেই তার বেশী দরকার।"

গৌরী বলে, "আমার অনুমতি ছাড়া দেখা হবে না।"

রমলা বিদ্রূপ করে,—"ও, পাছে সাত-পাকের গেরো খুলে স্বামীটি হাত ফস্‌কে পালায়, এই ভয়?"

গৌরী শান্ত হেসে বলে, "না, সে ভয় আমার নেই। ত' হ'লে তোমার দরজায় গিয়ে কেঁদে বল্‌তুম, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও! কিন্তু আমি যাই নি, বরং তুমিই এসেছ আমার দরজায়। আমার ঘর তোমার মতন চোরাবালির ওপর নয়, শক্ত জমির ওপর। আগুনকে সাক্ষী রেখে একদিন যাকে বরণ করেছি, সে শুধু আমার বন্ধু নয়, সে আমার স্বামী। খেয়ালের বশে সে যদি কোথাও চলে' যায়, তবু জানি সে হারাবার নয়। খেয়ালের খেলা ভেঙ্গে একদিন সে ফিরে আস্‌বেই—"

হিন্দু-ঘরের বৌ গৌরীর শাঁখা-সিঁদুরের কাছে রমলার সমস্ত অহঙ্কার মাথা হেঁট করে' পরাজয় স্বীকার করে।

কিন্তু দম্পতির মনের ব্যবধান কি সত্যই ঘুচ্‌ল? হ'ল কি তাদের সত্যকার মিলন? আর রমলা? তা'রই বা আজ আশ্রয় কোথায়?

পরিণতিটুকু "দম্পতি" চিত্রেই দেখুন।

গান

[১]

বুদ্ধদেব ও গীতার গান

পদ্ম-দীঘির ধারে ধারে
লুকোচুরি খেলা,
(এই) ঝিকিমিকি রাঙা সকালবেলা।
আমি সাত সাগরের শেষে
হারিয়ে যাব, পালিয়ে যাব
মধুমালার দেশে,
তোরে আন্‌ব খুঁজে' ভাসিয়ে আমার
মন-পবনের ভেলা॥
সেই তেপান্তরের মাঠে
যদি আঁধার নিশুত রাতে
ভয় লাগে আমার?
আমি বল্‌ব তখন—"ভয় কি তোমার
আমি আছি সাথে,
এই দেখ'না বাঁকা তলোয়ার!"
আমি তখন হেসে
পুতির মালা গেঁথে তোমায়
দেব ভালোবেসে।
মোর পঙ্খীরাজে চ'ড়ে যাব
যেথায় চাঁদের মেলা॥

(২)

রবীন ও সুনন্দার গান

চাঁদের আলোর দেশে গো,
রামধনুকের দেশে,
স্বপ্ন দিয়ে একখানি ঘর
বাঁধবো ভালোবেসে।
(মোর) স্বপনপুরীর ঘরে শুধু
তুমিই হবে রাণী,
জ্যোছনা দিয়ে রাঙিয়ে দেব
তোমার আঁচলখানি,
ওগো রাণি, তোমার আঁচলখানি!
(আর) সন্ধ্যাতারার সিঁথি-মৌর
পরিয়ে দেব কেশে॥
তোমার গলায় দেব আমার
গজমোতির হার,
(শুধু) উলু দেবে বনের পাখি
জান্‌বে না কেউ আর।
তোমার আমার খেলা-ঘরে
বাজবে মিলন বাঁশি,
চিরকালের ফাগুন সেথায়
হাস্‌বে মধুর হাসি,
(আর) হৃদয় আমার গান শোনাবে
তোমার কাছে এসে।
স্বপ্ন দিয়ে একখানি ঘর
বাঁধবো ভালোবেসে"

[৩]

ষ্টেজের গান

মোর মনের কথা কে জানে গো,
না—না—না, কেউ জানে না।
পাতায় ঢাকা ফুলের প্রাণে
কি যে আছে ভ্রমর জানে,
মোর প্রেমের তরী আজ যায় গো ভেসে,
সে যে ঢেউ মানে না॥
ফুল-মালা থাক্‌, বাহুর হার
দাও বাহুর হার,
এ মধুরাতি যে ভালোবাসার,
শুধু চেয়ে থাকার।
তাই আঁখির ভাষা বাঁধে প্রেমের বাসা,
চোখে ঘুম আনে না॥

(৪)

রবীনের গান

নীলপরী স্বপ্নে জাগ্‌লো রে জাগ্‌লো।
মনোবনে তাই দোলা লাগ্‌লো॥
এই শারদ-রাতে, এই পূর্ণিমাতে
সে জাগ্‌ল আমার গানের সাথে,
আমার আকাশ তাই অনুরাগে রাঙ্‌লো।
নীলপরী স্বপ্নে জাগ্‌লো রে জাগ্‌লো॥
তা'র আকুল কেশে দোলে রাতের ছায়া,
তা'র নয়নে মরণ, আর অধরে মায়া।
আধো স্বপন মাঝে তা'র নূপুর বাজে,
কবির নিদালী তাই ভাঙ্‌লো রে ভাঙ্‌লো।
নীলপরী স্বপ্নে জাগ্‌লো রে জাগ্‌লো॥

(৫)

সাবিত্রীর গান

স্বপ্নে কে গো তুমি আমায় জাগালে ?
কেন গানে গানে হিয়া রাঙালে ।
মোর মনের বনে চম্পা-বেলি
চাহিল যেন আঁখি মেলি',
কেন গানের রাখী প্রাণে জড়ালে ?
এই নিশিভোরে বল ওগো কবি
তুমি আঁক্‌লে যা'রে, সেকি আমার ছবি ?
মোর তনু মনে একি রঙ্‌ লাগালে ?
মোর নয়নদু'টি জাগে তন্দ্রাহারা
হিয়ার সুরে হিয়া দেয় যে সাড়া,
কেন দূরে থাকো আঁখির আড়ালে ?
কে গো তুমি আমায় জাগালে ॥

(৬)

রবীন ও সাবিত্রীর গান

চাঁদ হাসে মোর গগনে
তুমি আছ বলে' ।
ফুল দোলে মোর কাননে
তুমি আছ বলে' ॥
(আজ) তুমি এলে মধুরাতে
ঘুম ভাঙ্গায়ে,
(আর) আলো-গানে অনুরাগে
মন রাঙায়ে,
একি দোলা লাগে জীবনে
তুমি আছ বলে' ॥
(আজ) তুমি এলে, এল যে তাই
এত গীতি-সুর,
ভালোবেসে আপনারেও
লাগে যে মধুর ।
একি মায়া জাগে নয়নে
তুমি আছ বলে' ॥
(এই) মিলন-কূজনে ভরা
মধু যামিনী
(যেন) কবির স্বপনে-রচা
মধু কাহিনী,
প্রেম বুঝি এল ভুবনে
তুমি আছ বলে' ॥

(৭)

সুনন্দার গান

কত জনম যাবে, কত নিশি হবে ভোর !
বল চাঁদের লাগি' কত ঝুরিবে চকোর ॥
শুধু নিজেরে লয়ে'
দিন যাবে কি বয়ে',
যদি ধরা না দেবে, কেন দিলে ফুল-ডোর ?
এই বিরহ মম বুঝি নিয়তি লেখা,
তাই মিলন মাঝে আজো দু'জনে একা ।
কেন বুঝিলে না হায়
মোর হিয়া কা'রে চায়,
কেন আঘাত সহে এই ভালোবাসা মোর ॥

(৮)

সাবিত্রীর গান

তোমার সুর শুনায়ে যে-ঘুম ভাঙাও
সে ঘুমআমার রমণীয় ।
জাগরণের সঙ্গিনী সে
তারে তোমার পরশ দিয়ো ।
অন্তরে তা'র গভীর ক্ষুধা,
গোপনে চায় আলোক-সুধা,
আমার রাতের বুকে সে-যে
তোমার প্রাতে আপন প্রিয় ।
তারি লাগি' আকাশ রাঙা
আধার-ভাঙ্গা অরুণ-রাগে,
তারি লাগি পাখীর গানে
নবীন আকাশ আলাপ জাগে ।
নীরব তোমার চরণধ্বনি
শুনায় তারে আগমনী ;
সন্ধ্যাবেলার কুঁড়ি তারে
সকালবেলায় তুলে নিয়ো ।

(৯)

রবীনের গান

পুছা যো দিল্‌সে
কৌন হায় তুঝ্‌মে
ইয়ে ব্যতা দে ॥
দিল্‌ নে কহা
ম্যয় ক্যা কহুঁ
তুহি ইয়ে ব্যতা দে ॥

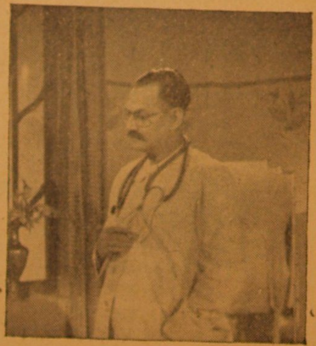

কোমল অঙ্গের কমনীয় আভূষণ

সিল্ক টেকস্‌টাইলের একখানি মনোরম রেশমী শাড়ী পরিলে আপনাকে নিশ্চয় চমৎকার মানাইবে.. আমাদের শাড়ীর সম্ভার দেখিয়া আপনার চক্ষু জুড়াইবে,—আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপনি ভাবিবেন— আপনার দেহলতার গুপ্ত সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলিয়াছে

টেক্সটাইল শাড়ী

- বেনারসী
- ব্যাঙ্গালোর
- টিস্যু

ইণ্ডিয়ান সিল্ক টেক্সটাইল

৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কালীতলা, কলিকাতা

শো-রুমে আসুন অথবা ফোন করুন বি. বি. ৩১৬৪

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্সের তরফ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত, কালিকা প্রেস লিঃ, ২৫, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।